যুগান্তর

তারিখ 17 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

পুলক বড়ুয়া

বাংলা ভাষার শক্তি

সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন মানুএল দ্য অ্যাসসুম্পসাঁও। পর্তুগিজ পাদ্রি। প্রকাশিত হচ্ছে রাজধানী লিসবন থেকে। রোমান হরফে। সর্বপ্রথম বাংলা সাধু ভাষায় ব্যাকরণ লিখছেন ইংরেজ পণ্ডিত নাথানিয়েল ব্রাসি হেলহেড। বাংলা লিপিতে। বাংলা ভাষার মধুর আবহাওয়ায় অমল ধবল পাল উড়িয়ে এলেন কেরী, কীথ, মেইয়ে, ইয়েটস, বীমস প্রমুখ পণ্ডিতপ্রবর। উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় পথিকৃৎ ভূমিকায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তার করিতকর্মা কর্ণধার উইলিয়াম কেরী। এভাবেই বাংলা ভাষার সকাশে এসেছিলেন মিশনারিগণ। বাংলা গদ্য তার জাদু বিস্তার করল। নবরূপে তার আত্মশক্তিতে জেগে উঠল। অবাক পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, বাংলা ভাষার জীবনীশক্তির দিকে। বাংলার ভাষাশক্তি বিদেশী বিদ্যাপীঠ ও বিদ্বৎসমাজকে কাছে টেনেছে; চৌম্বক-আকর্ষণে উৎসাহী উদ্ভাবকরা বারবার বাংলা ভাষার ভাণ্ডার উন্মোচন করে গেছেন। কিন্তু বিপরীত বিহারও আছে। দূরের কাছের বহিঃশক্তির বাংলা ভাষায় শুধু মিত্রই ছিল না শত্রুও জুটেছিল। সাধক এবং ঘাতক দু-ই গেছে বাংলা ভাষার রাজপথ দিয়ে। সাধুকে স্বাগত জানিয়েছে আর বৈরী রাহুর কালো হাত ভেঙে দিয়েছিল বাংলা ভাষা।

সে চুন-কালি যাদের মুখে পড়েছিল, তাদের কথায় পরে যাই।

সিদ্ধি অর্জনের জন্য 'পরধন লোভে মত্ত' হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' এবং 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' বলে ফের প্রত্যাবর্তন করলেন। ভাগ্যিস, ইংরেজ নারাজ, ইংরেজি গররাজি। না হয় আমরা সনেট-অমিত্রাক্ষর-মহাকাব্য: বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিকতাকে হারাতাম। যা হোক, মাতৃভাষাই শক্তি মাতৃভাষায়ই শক্তি। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও অদ্যাবধি একমাত্র আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' নেপালের রাজদরবারে সুরক্ষা পেয়েছিল। এ দুটি ঘটনায় আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক থেকে আধুনিক ইতিহাসের মাইলফলক পত্তন হতে দেখি। নয়া ভাবসম্পদে ঋদ্ধ হতে দেখি।

বাংলা ভাষার বিশদ ভূগোল থেকে সেকালে ও একালে বিভূঁইবাসী ভাষা-ভাষীরা ভাষাচর্চার মসলা, রসদ ও ইন্ধন খুঁজে পেয়েছে। ওরা বাংলা ভাষার ফুলে-ফলে-খনিজে অধ্যয়নে, কর্মসূত্রে লগ্ন; ওরা বাংলা ভাষার রূপে-রসে প্রেমে মজে সিক্ত; ওদের শৌখিন উত্তাল হৃদয় ও শাশ্বত মাতোয়ারা মন শখের হাঁড়ির মতো চিরায়ত বাংলার সৌন্দর্য-সৌকর্যে বিমোহিত : ওরা ভাষার বিশাল সুখ্যাতি।

বিশ শতকেই অপরাপর ভাষার আরও কয়েকটি অনন্য সাধারণ নজির বাংলা ভাষার অব্যর্থ নিশানায় অভীষ্ট সিদ্ধি দিয়েছে। এ উপমহাদেশের উর্দু ভাষার অধ্যাপক আবু সায়ীদ আইয়ুব স্বভাষায় রবীন্দ্রনাথ পড়ে, প্রীত হয়ে, মুগ্ধ চিত্তে বাংলায় চৌকস-উৎকর্ষের মোহন মুন্সিয়ানায়— উজ্জ্বল উচ্চৈঃ শিখরে, প্রজ্ঞা ও মননশীলতায় এতটাই দ্যুতিময়— মনে হয়, সবিশেষ বাঙালি তিনি। বাংলা তার ভুবন ভোলানো মাতৃভাষা। বিশ শতকের বেলা ডুবে যাওয়ার আগেই জ্বলে

> ভাষা খেলো নয়। ভাষাকে ছিনতাই করা যায় না। ভাষাকে বাধা দিয়ে দমন করা যায় না। ভাষাকে বন্দি করা যায় না। ভাষা নদীর মতোই সতত প্রবহমান। ভাষা স্বকীয়তা প্রিয় ভাষা স্বাধীনতা প্রিয়। অন্যথায় তার অভিঘাতে সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বালির বাঁধের মতো ভেসে যায়। পাকিস্তানই তার প্রথম ও শেষ উদাহরণ। ভাষার বিচিত্র শক্তি। তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধের কাছে প্রতিপক্ষের দাঁড়ানোর সামর্থ্য ঠুনকো হয়ে পড়ে।

উঠলেন, উইলিয়াম রাদিচে ও ক্লিন্টন বুথ সিলি। শেষোক্তজন তো আটলান্টিকের ওপার ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে নন্দিত জীবননান্দ-গবেষক। অধুনা, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক ও গবেষক হানা-রুথ টমসনের অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত বাংলা ব্যাকরণ চমকিত করেছে গবেষকদের। বিশ্বজোড়া— অক্সফোর্ড-হার্ভার্ডের মতো দুনিয়া কাঁপানো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বিশ্ববিদ্যালয় এখন বাংলাচর্চা ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র। সিয়েরা লিওনের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা।

পৃথিবীর বুকে বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্যের মতো অঙ্গে জড়িয়েছে, সেখানে পাকিস্তান এ বিশ্রুত ইতিহাস বিস্তৃত হল কী করে! ৫৬ শতাংশ বাঙালির প্রিয় ভাষা বাংলাকে নয়— উল্টো কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, মাত্র ৭ শতাংশের উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা; সম্রাট আলেকজান্ডার বেঁচে থাকলে বলতেন, 'সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!' হ্যাঁ, পাকিস্তানের কায়েদে আযম— উড়ে এসে জুড়ে বসা-অবিভক্ত-বিভক্ত ভারতীয় গুজরাটি উর্দুভাষী। তারই মুখের কথা, তার মুখের কথায়ই রাষ্ট্রভাষা কায়েমের এক কায়েমি স্বপ্ন হবে বাস্তব, সত্যি! এ কী সম্ভব? সে গুড়ে বালি। ভাষার জন্য আমাদের বুকের রক্ত দিতে হল। দুনিয়া দেখল বাংলা ভাষার পরাক্রান্ত লড়াই। কখনও রোমান, কখনও আরবি, কখনও উর্দু হরফে বাংলা লিখতে বলা হল। বলা হল, বাংলা হবে সরকারি ভাষা, দেশীয় ভাষা, পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্যালয়ে আবশ্যিক ভাষা। কিন্তু, রাষ্ট্রভাষা না। স্বীকৃতি নয়। বাংলা ভাষা মানে মাথা নত না করা। এরপর ভাষা আন্দোলনই স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হল। তাই, ভাষা আন্দোলন বাংলার স্বাধীনতার প্রথম সোপান। আর বাংলা ভাষার ওপর বর্বর আগ্রাসনের যার পর নাই কড়া, রূঢ় জবাব। বাংলা ভাষা তখন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে। বাংলা ভাষার সমূহ ভাষিক তথ্যসাহিত্যিক শক্তির কাছে সমর্পিত হয়েছিল নানা দেশের নানা বিদগ্ধজন। আর পরাভূত হয়েছিল দুর্বৃত্তের দল। যারা বাংলা ভাষার ভাষিক ও সাহিত্যিক এ দ্বৈত শক্তি ও সত্তাকে হত্যা, দমন ও চাপা দিতে চেয়েছিল।

ভাষা খেলো নয়। ভাষাকে ছিনতাই করা যায় না। ভাষাকে বাধা দিয়ে দমন করা যায় না। ভাষাকে বন্দি করা যায় না। ভাষা নদীর মতোই সতত প্রবহমান। ভাষা স্বকীয়তা প্রিয় ভাষা স্বাধীনতা প্রিয়। অন্যথায় তার অভিঘাতে সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বালির বাঁধের মতো ভেসে যায়। পাকিস্তানই তার প্রথম ও শেষ উদাহরণ। ভাষার বিচিত্র শক্তি। তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধের কাছে প্রতিপক্ষের দাঁড়ানোর সামর্থ্য ঠুনকো হয়ে পড়ে। উল্টো ভুলের মাশুল গুনতে হয়।

এখানেই বাংলা ভাষার অমিত অপার সাহস, শক্তি, সম্ভাবনা। তার অনন্ত, অবিনশ্বর অসীম অভিযাত্রা। তাই বাংলা ভাষা অদম্য, অপরাজেয়।

পুলক বড়ুয়া : *শিক্ষক, সেন্ট প্ল্যাসিডস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম*
pulak.nent@gmail.com